দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বুয়েট বন্ধ ঘোষণা এবং বাস্তবত

## সাময়িক প্রসঙ্গ

সম্প্রতি বুয়েটে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় অনেক ছাত্রছাত্রীই অত্যন্ত ব্যথিত, মর্মাহত। শিক্ষাজীবনের দীর্ঘসময় পাড়ি দিয়ে এসে শেষ মুহূর্তে আটকে থাকাটা যে কি কষ্টের, সেটা ভোগীরাই জানেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বুয়েটের ক্ষা পদ্ধতি, খাতা মূল্যায়ন, পরীক্ষার ফল প্রকাশ তথা সমস্ত টমই অত্যন্ত মানসম্মত। এখানে ক্লাস চলাকালীন ক্লাস গুলো তুলনামূলক সহজ হলেও মূল পরীক্ষার প্রশ্ন যথেষ্টই তির দাবী রাখে। আর তাই ক্যারিয়ার সচেতন ছাত্র-াদের মাঝে এই পরীক্ষাভীতি অমূলক নয়। সম্প্রতি ঘটে য়া ঘটনা যেভাবেই প্রচার পাক না কেন মূলত ঘটনাটি ছিল টের একই সাথে সকল বিভাগের এবং সকল ব্যাচের ক্লাস ; পরীক্ষা একসঙ্গে শুরু ও শেষ করার প্রক্রিয়া। এতে কোন হ নেই যে, বুয়েট যে কয়বার বন্ধ হয়েছে তার সিংহভাগেই কারণ ছিল পরীক্ষা পেছানোর দাবী। এটা থেকেই ন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অনেক বিচিত্র পথে বিভিন্ন প্রকারের ল রূপ ধারণ করেছে ও বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বার জন্ম দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তৈরী হয়েছে দীর্ঘ য়ের সেশনজট। প্রতিটি টার্মের এই পরীক্ষা পেছানোর া সম্পর্কে বুয়েটের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই অবগত আছেন। টে প্রায় আট-নয় হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। এর া একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছাত্রাবাসে অবস্থান করে। যখন শুরু হয়, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন চাপ থাকে না। কারণে দেখা যায়, সে সময় যে ধরনের আন্দোলনগুলো হয় ন, ঃ ভর্তি ফি কমানো; সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো...] গুলো তেমন জটিল রূপ ধারণ করে না। কিন্তু ক্লাস শেষে র পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক ছুটি [পি.এল.] আসে, তখন সবাই যেন প্রস্তুতিকালীন ছুটিটা একটু দীর্ঘ হয়। কারণ আগেই ছি, পরীক্ষাভীতি সবার ভেতরেই কাজ করে। ফলে যখন টা, ছোটখাট মিছিলও বের হয় তখন এর প্রতি ছাত্র-ীদের কমপক্ষে একটা নৈতিক সমর্থন হলেও থাকে। হতু, সকল বিভাগের সকল ব্যাচের পরীক্ষাই একই সাথে তাই প্রত্যেক বিভাগের কিছু কিছু ছাত্রও যদি সমন্বিত হয় ন দেখা যায় মিছিল বিরাট আকার ধারণ করে এবং ্যহিক এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সাধারণ ছাত্রদের মনে স্পষ্ট ণার জন্ম দেয় যে, পরীক্ষা নিশ্চিতভাবেই পিছাচ্ছে। কারণ ত্যকের অতীত অভিজ্ঞতা এই কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, ঘটে একবার যে গুজব ওঠে, তা সাধারণত বাস্তবেই ণত হয়।' ফলে এই ধারণার বশবর্তী হয়েই সবচেয়ে চকর যে কাজটি হয় তা হল ছাত্ররা পড়াশুনায় ঢিল দেয়। ন একদিকে যেমন আন্দোলন প্রচণ্ড বেগবান হয়ে ওঠে সব াগের কিছু কিছু ছাত্রের সমন্বয়ে; ঠিক তেমনি সংশ্লিষ্ট পক্ষ যখন তাদের সিদ্ধান্তে অনড় মনোভাব দেখান, তখনই স্ত আস্তে অঘটনগুলোর সূত্রপাত হতে থাকে। আর এর া যদি যুক্ত হয় রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য, তবে তো কথাই ! আর এভাবেই অতীতে বুয়েটের বেশিরভাগ অঘটনের পাত। এখন চিন্তা করা দরকার, এই বিশাল সংখ্যক ন্দোলনকারী ছাত্রদের উৎপত্তি কিভাবে, এর কারণটি কোথায়? সেই এক জায়গায় ঃ একই সময়ে সকল বিভা ব্যাচের পরীক্ষা অনুষ্ঠান। অথচ যদি এই পরীক্ষাটিই প্র অনুষদ তাদের নিজস্ব রুটিন অনুযায়ী ডিপার্টমেন্ট ব্যাচভিত্তিক আলাদাভাবে আলাদা সময়ে নিত, তাহলে এতো সংখ্যক ছাত্রের একই সঙ্গে ও সময়ে জমায়েত সম্ভ ছিল? শুধু তাই নয়, ধরা যাক কোন ডিপার্টমেন্ট এ ক ছিপিয়ে গেল। কিন্তু, তখন এই কারণে অন্যান্য ডিপার্ট তো পিছাতো না। আর পিছিয়ে যাওয়া ডিপার্টমেন্টের ছাত্রীরাও যখন দেখত তাদের একই ব্যাচের ডিপার্টমেন্টের ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের যুগে তা আপনাআপনিই ছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলত। আগেই বলেছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা প্রচণ্ড ক্যা সচেতন হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি বাংলাদেশের অ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগ হলেও আমরা যে কেন এখনো অ নিয়মেই পড়ে রয়েছি, তা আমার বোধগম্য নয়।

শুধু উপরোক্ত সুবিধাই নয়, বরং একই সাথে একই ক্লাস চালু করতে গিয়ে ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া, রেজিস্ট্রেশন করা থেকে শুরু করে গ্রেডশিট তৈরী, রে নিতে যাওয়া ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তৈরী হয় প্রচণ্ড ও ভিড়, যার ফলশ্রুতিতে ঘটে অনর্থক সময়ের অপচ হয়রানি। তাছাড়াও ডিপার্টমেন্ট অনুসারে পড়াশুনার চ এবং প্রকৃতিও আলাদা হয়ে থাকে। উদাহরণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহের ক্ষেত্রে তত্ত্বীয় পরীক্ষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। [যেহেতু এক্ষেত্রে ত প্রায় ১৬ ক্রেডিট বা ১৬শ' মার্ক বরাদ্দ থাকে] অন্য স্থাপত্য বিভাগের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তাদের চতু পঞ্চম বর্ষের অধিকাংশ মার্কই বরাদ্দ থাকে ব্যবহ [সেশনাল] ক্লাসগুলোতে। তাই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগস সাথে একই সময় দিয়ে তাদের ক্লাস শেষ করাটা অযৌক্তিক ও অমানবিক। কারণ এতে একেকটা প্রজে যেমন পূর্ণতায় নিয়ে যাওয়া যায় না, তেমনি শিক্ষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান এবং প্রজেক্টগুলো বিশ্লেষণের স কমে আসে। ফলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণ দারুণ চ সম্মুখীন হন। অথচ পি.এলের সময় যখন পরীক্ষা পে থাকে তখন বেকার সময় কাটানো ছাড়া তাদের আর কিছু থাকে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অন্যান্য অনু চাহিদার এই ব্যাপারটা পুরোপুরিই আপেক্ষিক ও আনুপাতি আর এই কারণে একই সময়ে সকলের ক্লাস শেষ করাটা অনেক সময় ক্লাসের মেয়াদ কমিয়ে ১৩ সপ্তাহে নিয়ে আ অযৌক্তিক বলেই মনে হয়। তাই বর্তমানে সময়ের দাবীই দাঁড়িয়েছে প্রচলিত পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও সং এতদভিন্ন প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে পারস্প দোষারোপ ও কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে মনে হয় না। বরং নতুন অঘটন আর শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের দেবে। একথা কারো অবিদিত নয় যে, জাতির অ শীর্ষস্থানীয় মেধাবী মুখগুলোই এই বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রী। জাতির ভবিষ্যৎ, জাতির অহংকার। আর এদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অর্জনকারীরাই আজ স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ। তাই ত মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

❑ স্বপন আহ